দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য টাইম স্কেল ও বোনাস

বাংলাদেশে শতকরা ৯৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই বেসরকারী। ৯৭% ছাত্র-ছাত্রী এসব স্কুলে পড়াশোনা করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর আজ দীর্ঘ ২০ বছরেও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের ভাগ্যের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। শুধু সময় সময় বায়বীয় আশ্বাসবাণীই শোনান হয়েছে। এ দেশে দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। এটা অবস্তিকর এবং দৃষ্টিকটু। মাঝে মধ্যে কিছু কিছু স্কুল সরকারীকরণের মাধ্যমে বৈষম্য ও হতাশা আরো ঘনিভূত করা হচ্ছে। এ প্রবণতা অবাঞ্ছনীয়। আমরা একই দেশের নাগরিক, একই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণীত সিলেবাসের পরীক্ষা পাসের সনদধারী বেসরকারী শিক্ষক। সরকারী স্কুলের তুলনায় বেসরকারী স্কুলে চাকরি জীবনে সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত ১৯-দফায় শিক্ষকদের আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল। তাই বর্তমান বিএনপি সরকারের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, এসব দারিদ্রক্লিষ্ট বেসরকারী শিক্ষকদের আর্থিক কষ্ট ও হতাশা দূরীকরণের স্বার্থে তাদের চাকরি সরকারীকরণের এবং এই সাথে তাদের টাইম স্কেল ও উৎসবভাতা প্রদানের আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক।

—রনজিত কুমার রায়
মালপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।